ঢাকা, ৩০ জুন ২০১৫, ১৬ আষাঢ় ১৪২২, ১২ রমজান ১৪৩৬ মঙ্গলবার রেজি. নং ডিএ ১৮৮০, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৩৪, দাম ১০ টাকা

নগর সংস্করণ

প্রথম আলো

১৭ বছরের ব্যবধানে বস্তিতে ঝুপড়িবাসীর সংখ্যা ৭৫% কমেছে

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শুমারি

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৭ বছরের ব্যবধানে বস্তিতে ঝুপড়িবাসী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৭৫ শতাংশ কমেছে। তবে একই সময়ের ব্যবধানে বস্তিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাড়ে আট লাখ। গতকাল সোমবার 'বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪'-এর ফলাফলে এ চিত্র পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

বিবিএস পরিচালিত এই শুমারিতে বলা হয়, সারা দেশে এখন মাত্র ২২ লাখ ৩২ হাজার ১১৪ জন মানুষ বস্তিতে থাকে। আর দেশে ছিন্নমূল বা ভাসমান মানুষ মাত্র ১৬ হাজার ৬২১ জন।

'বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪'-এর ফলাফল অনুযায়ী, দেশের ৮৪ শতাংশ বস্তিবাসী পরিবারের কাছে মুঠোফোন রয়েছে। আর প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ ৪৮ শতাংশ পরিবারে টেলিভিশন রয়েছে। ৭৯ শতাংশ পরিবারের সদস্যরা বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে শীতল হয়। বস্তিবাসী সম্পদ বলতে এই তিনটি বিষয়েই বেশি প্রাধান্য দেয়। ১০ শতাংশের কম বস্তিবাসী রেডিও, সাইকেল, সেলাই মেশিন, রিকশার মতো সম্পদের মালিক।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এই ফল প্রকাশ করা হয়। বস্তিশুমারি ও ভাসমান

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

১৭ বছরের ব্যবধানে বস্তিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

লোকগণনা কর্মসূচির পরিচালক জাফর আহাম্মদ খান ফলাফল তুলে ধরেন। এর আগে ১৯৯৭ সালে সর্বশেষ বস্তিশুমারি হয়েছিল।

বর্তমান শুমারি অনুযায়ী দেশে এখন বস্তির সংখ্যা ১৩ হাজার ৯৪৩। এসব বস্তিতে মোট ৫ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬৯টি পরিবার বাস করে।

বস্তি বললেই চোখে ঝুপড়িঘর ভেসে আসে। কিন্তু বিবিএসের শুমারি বলছে, বস্তির সাড়ে ৬২ শতাংশ, অর্থাৎ ৩ লাখ ৭১ হাজার ৪৮৫টি পরিবার কাঁচা বা টিনের ঘরে বাস করে। আর আধা পাকা ঘরে বাস করে ১ লাখ ৫৭ হাজার ২৪৩টি পরিবার। ঝুপড়িঘরে বাস করে মাত্র ৩৬ হাজার ৮৭৫টি পরিবার। ১৯৯৭ সালের বস্তিশুমারি অনুযায়ী, তখন ১ লাখ ৪২ হাজার পরিবার ঝুপড়িতে থাকত।

শুমারি অনুযায়ী, ১৭ বছরের ব্যবধানে ভাসমান বা ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। এবার মাত্র ১৬ হাজার ৬২১ জন ভাসমানের খোঁজ পেয়েছে বিবিএস। ১৯৯৭ সালে ভাসমান মানুষ ছিল ৩২ হাজার ৮১ জন। বর্তমান শুমারির ফল বলছে, বস্তিবাসীর মধ্যে রিকশাচালকই বেশি। তাদের মধ্যে ১৬ দশমিক ৮০ শতাংশই পেশা হিসেবে রিকশাচালনাকে বেছে নেয়। আর ১৪ দশমিক ৩৫ শতাংশ তৈরি পোশাককর্মী। তবে ছোট ব্যবসায় জড়িত ১৫ দশমিক ৭১ শতাংশ বস্তিবাসী।

রান্নার জন্য জ্বালানি হিসেবে ৪৮ শতাংশ পরিবার কাঠ-বাঁশ ব্যবহার করে। আর বস্তিবাসীর খাওয়ার পানির প্রধান উৎস হলো নলকূপ। ৫২ শতাংশ পরিবার নলকূপের পানি পান করে। আর ৪৫ শতাংশ পরিবার ট্যাপ বা সরবরাহ করা পানি পান করে। তবে পৌরসভা এলাকার প্রায় ৮৭ শতাংশ পরিবার খাওয়ার পানি নলকূপ থেকে ওঠায়। বস্তির মাত্র এক-চতুর্থাংশ পায়খানা স্যানিটারি সুবিধাসম্পন্ন। ৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ পায়খানা ঝুলন্ত বা কাঁচা। তবে বিদ্যুৎ-সুবিধায় বেশ উন্নতি হয়েছে। বস্তির প্রায় ৯০ শতাংশ পরিবার বিজলি বাতি ব্যবহার করে।

বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোকগণনা কর্মসূচির পরিচালক জাফর আহাম্মদ খান অনুষ্ঠানে বলেন, বস্তিবাসীর আর্থসামাজিক প্রকৃত অবস্থা নিরূপণের জন্য এই শুমারি করা হয়েছে। আগের চেয়ে বস্তিবাসীর জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। তিনি মনে করেন, এই শুমারির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বস্তিবাসীর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে পারবে সরকার।

১৯৮৫ সালে ঢাকা শহরে প্রথমবারের মতো বস্তিশুমারি করে বিবিএস। এরপর ১৯৮৬ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় এ শুমারি হয়। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালে সারা দেশে এ শুমারি করে বিবিএস।

একই অনুষ্ঠানে হেলথ অ্যান্ড মরবিডি স্ট্যাটাস সার্ভে, ২০১৪-এর ফলাফলও প্রকাশ করা হয়। বিবিএস পরিচালিত এই জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছে, দেশের ২৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ মানুষ ধূমপান করে।

ফলাফলে দেখা গেছে, টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে দেশের ২৫ দশমিক ৯ শতাংশ মায়েরা কিছু জানেন না।

বিবিএস বলছে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের (১৮-৬৪ বছর বয়সী) মধ্যে বিবাহিত ৭৭ দশমিক ৬৮ শতাংশ ও অবিবাহিত ২১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। আর প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মধ্যে বিবাহিত ৮৫ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ আর অবিবাহিত ৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা, বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ www.samakal.net

ইরানকে ওবামার বার্তা : পৃষ্ঠা-১২ • বড় ঋণ পুনর্গঠনের প্রস্তাব পাঁচ শিল্প গ্রুপের : পৃষ্ঠা-১৪

মঙ্গলবার ৩০ জুন ২০১৫ ১৬ আষাঢ় ১৪২২ ১২ রমজান ১৪৩৬, রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪, বর্ষ ১১ সংখ্যা ৯৯ | ২০ পৃষ্ঠা ১০ টাকা |

দিনযাপনের গ্লানি নিয়ে ২২ লাখ মানুষ বস্তিতে

সমকাল প্রতিবেদক

দেশে বস্তির সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে বস্তিবাসীও। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ বস্তিশুমারি অনুযায়ী, দেশের ২২ লাখ ৩২ হাজার মানুষ বস্তিতে বাস করেন। এর মধ্যে ১১ লাখ ৪৩ হাজার পুরুষ। নারী ১০ লাখ ৮৬ হাজার। বিবিএস বলছে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিত্যক্ত ভবনে, পাহাড়ের ঢাল, সড়ক বা রেললাইনের ধারে, সরকারি ও আধা সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন খালি জমিতে গড়ে উঠেছে শহরের বস্তিগুলো, যার সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। আগের জরিপ ১৯৯৭ সালে হয়েছিল। তখন দেশে বস্তি ছিল তিন হাজার। এসব বস্তি মূলত ঝুপড়ি, টং, ছই, টিনের ঘর, আধা-পাকা ভবন এবং জরাজীর্ণ দালান। এখানে অপরিষ্কার পানি সরবরাহ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে। একটি টয়লেট ব্যবহার করে ১৫ জনের বেশি মানুষ।

গতকাল সোমবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের বিবিএস অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোকগণনা-২০১৪ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব কানিজ ফাতেমা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিবিএসের মহাপরিচালক আবদুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোকগণনা কর্মসূচির পরিচালক জাফর আহাম্মদ খান প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। দেশের সাতটি বিভাগীয় শহর, সিটি করপোরেশন এবং

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

বস্তিশুমারি ও লোকগণনা প্রতিবেদন ২০১৪

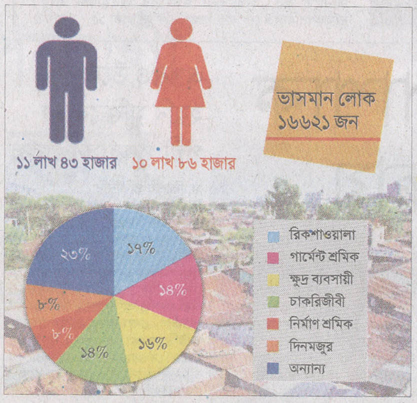

দিনযাপনের গ্লানি নিয়ে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

উপজেলা পর্যায়ের বস্তিকে গণনার আওতায় আনা হয়েছে। রাজধানীর বস্তিবাসী ১০ লাখ ৬২ হাজার জন। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ বস্তিবাসী। এ ছাড়াখুলনায় এক লাখ ৭২ হাজার, রংপুরে এক লাখ ১৮ হাজার, রাজশাহীতে এক লাখ, সিলেটে ৯২ হাজার ও বরিশালে অর্ধলাখ মানুষের ঠাঁই হয়েছে বস্তিতে। এসব মানুষের ৫১ শতাংশ গ্রাম থেকে কাজের সন্ধানে এসে বস্তিতে বাস করছে। দারিদ্র্যের কারণে বস্তিতে ২৯ শতাংশ মানুষ এসেছে।

বস্তিবাসীর শিক্ষার হার বেড়েছে। সাত বছরের ঊর্ধ্বে ৩৫ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। আগে আলো জ্বালাতে কেরোসিনের ওপর নির্ভর করতে হতো। সেই জায়গায় বিদ্যুতের আলো ৯০ শতাংশ বস্তিঘরে। গ্যাসে রান্নার সুযোগ পায় ৩৪ শতাংশ। এসব বস্তিবাসীর টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সম্পদ হিসেবে ৪৮ শতাংশের টেলিভিশন, মোবাইল ৮৪ শতাংশ এবং ফ্রিজ রয়েছে ৭ শতাংশ মানুষের।

মতামত জানতে চাইলে জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নূর-উন-নবী সমকালকে বলেন, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বস্তিবাসীর সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। এসব মানুষের একসময় ঘরবাড়ি সবই ছিল। যে ধরনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত, সেটি না থাকায় বস্তিতে উঠেছে। তিনি বলেন, সমাজে অসম নিয়মকানুনের কারণেও সম্পদহীন হয়ে শহরে ছুটছে মানুষ।

বস্তিবাসীর মূল পেশা রিকশা বা ভ্যান চালানো। প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ এ পেশার সঙ্গে জড়িত। ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত ১৬ শতাংশ, সেবা খাতের ওপর নির্ভরশীল ১৪ শতাংশ, কুলি বা দিনমজুর এবং নির্মাণ শ্রমিক ৮ শতাংশ, পরিবহন শ্রমিক ৭ শতাংশ, গৃহপরিচারিকা ৩ শতাংশ, হোটেল শ্রমিক ৩ শতাংশ এবং ফুটপাত হকার ২ শতাংশ। বস্তির ৮৪ ভাগ মানুষের মোবাইল ফোন রয়েছে।

অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব কানিজ ফাতেমা বলেন, বস্তি ও বস্তিবাসীর সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কাজে লাগাতে। সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ থেকে বস্তিবাসী যাতে বঞ্চিত না হয়, সে জন্য এই শুমারি। তিনি বলেন, ভূমিহীন মানুষের বিষয়েও তথ্য নেওয়া হয়েছে, যা পরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক কর্মসূচিতে কাজে লাগবে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বর্ষ ৬ সংখ্যা ১০৫ ■ ঢাকা ■ ৩০ জুন ২০১৫ ■ ১৬ আষাঢ় ১৪২২ ■ ১২ রমজান ১৪৩৬ ■ ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

'বস্তিতে বাস ২২ লাখ মানুষের'

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে বস্তিবাসীর সংখ্যা ২২ লাখ ৩২ হাজার ১১৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১১ লাখ ৪৩ হাজার ৯২৫ আর নারী ১০ লাখ ৮৬ হাজার ৩৩৭ জন। হিজড়া ১ হাজার ৮৫২ জন। ঢাকার ৩ হাজার ৩৯৯টি বস্তিতে বসবাস করেন ১০ লাখ ৬২ হাজার ২৮৪ জন। এ ছাড়া সারা দেশে বস্তির সংখ্যা ১৩ হাজার ৯৪৩টি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ জরিপের ফলাফলে এ চিত্র উঠে এসেছে। গতকাল বিবিএস এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এদিকে ৫১ শতাংশ খানা কাজের সন্ধানে এসে বস্তিতেই থাকে। আর দারিদ্র্যের কারণে ২৯ শতাংশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার ১ শতাংশ, ডিভোর্সি ১ শতাংশ, নিরাপত্তাহীন ২ শতাংশ খানা বস্তিতে আসে বলে শুমারির ফলাফলে দেখা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভাগভিত্তিক বস্তিবাসীর সংখ্যা বরিশালে ৪৯ হাজার ৪০১, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯১৬, ঢাকায় ১০ লাখ ৬২ হাজার ২৮৪, খুলনায় ১ লাখ ৭২ হাজার ২১৯, রাজশাহীতে ১ লাখ ২০ হাজার ৩৬, রংপুরে ১ লাখ ১৮ হাজার ৬২৮ ও সিলেট বিভাগে ৯১ হাজার ৬৩০ জন।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
মঙ্গলবার | ঢাকা ৩০ জুন ২০১৫ | ১৬ আষাঢ় ১৪২২ | ১২ রমজান ১৪৩৬ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ১৬ | সংখ্যা ১৪৭ | ২০ পৃষ্ঠা • ১০ টাকা www.jugantor.com
• ভালোবাসার শাণিত কুঠারই পারে সন্ত্রাসের অঙ্কুরিত চারাগুলো কেটে ফেলতে পৃষ্ঠা : ৪

বিবিএসের রিপোর্ট

বস্তিতে ২২ লাখ মানুষ বাস করছে

যুগান্তর রিপোর্ট

কয়েক বছরে দেশের বস্তির সংখ্যা বেড়েছে কয়েকগুণ। এসব বস্তিতে মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনার সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দেশের ২২ লাখ ৩২ হাজার মানুষ বস্তিতে বাস করে। এর মধ্যে ১১ লাখ ৪৩ হাজার পুরুষ এবং নারীর সংখ্যা ১০ লাখ ৮৬ হাজার। এসব মানুষ অধিকাংশই কাজের সন্ধানে ঘরছাড়া হয়ে বস্তিতে বসবাস করছে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।

বিবিএস বলছে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিত্যক্ত ভবনে, পাহাড়ের ঢাল, সড়ক বা রেললাইনের ধারে, সরকারি, আধা সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন খালি জমিতে গড়ে ওঠেছে শহরের বস্তিগুলো। যার পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার। আগের জরিপ ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়। তখন দেশে বস্তির সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এ হিসাবে ১৭ বছরে বস্তির সংখ্যা বেড়েছে সাড়ে চারগুণ। এসব বস্তি খুব নিম্নমানের ও ছোট ছোট ঘরবাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে। এসব বস্তি মূলত ঝুপড়ি, টং, ছই, টিনের ঘর, আধা-পাকা ভবন এবং জরাজীর্ণ দালান। এখানে অপরিষ্কার পানি সরবরাহ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে। একটি টয়লেট ব্যবহার করে ১৫ জনের বেশি।

সোমবার রাজধানীর শেরে বাংলানগরে বিবিএস অডিটরিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা-২০১৪ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব কানিজ ফাতেমা প্রধান অতিথি ছিলেন। বিবিএসের মহাপরিচালক আবদুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোকগণনা কর্মসূচির পরিচালক জাফর আহাম্মদ খান প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। এতে জানানো হয়, রাজধানীতেই সবচেয়ে বেশি বস্তিবাসীর বাস। রাজধানীর বস্তিবাসী ১০ লাখ ৬২ হাজার জন। এর পরেই বন্দরনগরী চট্টগ্রামে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ বস্তিবাসী রয়েছে। এছাড়া খুলনায় ১ লাখ ৭২ হাজার, রংপুরে ১ লাখ ১৮ হাজার, রাজশাহীতে এক লাখ, সিলেটে ৯২ হাজার এবং বরিশালে অর্ধ লাখ মানুষের ঠাঁই হয়েছে বস্তিতে। এসব মানুষের ৫১ শতাংশ কাজের সন্ধানে বস্তিতে বাস করছে। দারিদ্র্যের কারণে বস্তিতে ২৯ শতাংশ মানুষ এসেছে। এর বাইরে নদীভাঙন, নিরাপত্তাহীনতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিবাহবিচ্ছেদ অন্যতম কারণ।

বস্তিবাসীদের মূল পেশা রিকশা বা ভ্যান চালানো। প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ এ পেশার সঙ্গে জড়িত। ব্যবসায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ১৬ শতাংশ, সেবা খাতের ওপর নির্ভরশীল ১৪ শতাংশ, কুলি বা দিনমজুর এবং নির্মাণশ্রমিক ৮ শতাংশ, পরিবহন শ্রমিক ৭ শতাংশ, বুয়া বা গৃহভৃত্য ৩ শতাংশ, হোটেল শ্রমিক ৩ শতাংশ এবং ফুটপাত হকার ২ শতাংশ। এর বাইরে কুটির শিল্প ও কৃষি শ্রমিক হিসেবে ১ শতাংশ করে মানুষ কাজ করছে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব কানিজ ফাতেমা বলেন, বস্তি ও বস্তিবাসীর সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কাজে লাগাতে। দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ থেকে বস্তিবাসী যাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, ভূমিহীন মানুষের বিষয়েও তথ্য নেয়া হয়েছে। ইতিবাচক দিক হলও বস্তিবাসীদের শিক্ষার হার বেড়েছে। সাত বছরের ঊর্ধ্বে ৩৫ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। আগে আলো জ্বালাতে কেরোসিনের ওপর নির্ভর করতে হতো। সেই জায়গায় বিদ্যুতের আলো ৯০ শতাংশ বস্তি ঘরে। গ্যাসে রান্নার সুযোগ পায় ৩৪ শতাংশ। এসব বস্তিবাসীর টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সম্পদ হিসেবে ৪৮ শতাংশের টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ৮৪ শতাংশ এবং ফ্রিজ রয়েছে ৭ শতাংশ মানুষের।

বিবিএস ভাসমান মানুষের একটি হিসাব প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, দেশের শহর অঞ্চলে ভাসমান মানুষের সংখ্যা ১৬ হাজার ৬২১। এর মধ্যে সাড়ে ১২ হাজার পুরুষ এবং নারী ৪ হাজার ১০০।

DHAKA TUESDAY JUNE 30, 2015

The Daily Star

SECOND EDITION

www.thedailystar.net

Less people floating

Cites BBS slum census saying sanitation improved; whole population's morbidity survey increase in communicable diseases

STAFF CORRESPONDENT

Bangladesh's floating population in 2014 was 50 percent less than what was in 1997, revealed a Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) census report launched yesterday.

The initial population comprised 24,439 males and 7,642 females. Afterwards with Hijras included in the enumeration for the first time, the number of males, females and Hijras found last year were 12,509; 4,078 and 34 respectively.

Along with "Census of Slum Areas and Floating Population-2014", the draft of "Health and Morbidity Status Survey-2014" was also launched at a ceremony at Parishankhyan Bhaban in the capital's Agargaon.

The slum census, conducted from April 25 to May 2 of 2014, included all city corporations, pourasavas, upazila sadars not announced as pourasavas and 17 unions near Dhaka's two city corporations.

The health and morbidity survey was conducted in June 2014 throughout Bangladesh using multi-purpose sample design of BBS and covering 37,500 households, 20,025 in rural areas and 17,475 in urban.

A key finding of the slum census was the improvement in dwellings and toilet facilities.

While the number of tin/Kutcha structures (bamboo stick walls with thatch roof) increased, Jhupris (makeshift low shacks) decreased.

In case of toilets, sanitary ones (water sealed) increased from 7.93 percent to 26.25 percent while hanging ones decreased from 53.80

SEE PAGE 10 COL 5

CENSUS OF SLUM AREAS AND FLOATING POPULATION-2014

	1997	2014
Total Number of Slums Countrywide	2,991	13,943
Slum Population	13,91,458	22,32,114
Floating Population	32,081	16,621
3 TOP REASONS FOR COMING TO SLUMS		
Seeking Jobs	39.53%	50.96%
Poverty	19.97%	28.76%
River Erosion	17.02%	7.04%
3 MAIN TYPES OF DWELLINGS		
All tin or Bamboo stick walls with thatch roof	28.33%	62.45%
Brick walls with tin roof	3.09%	26.43%
Makeshift low shacks	41.41%	6.20%

Less people floating

FROM PAGE 3

percent to 8.63 percent.

The slum census says that over 84 percent of households own mobile phones while another 16.80 percent took to rickshaw-pulling as the main source of income.

However, there are more garment workers than rickshaw-pullers -- 13.18 percent and 6.92 percent respectively.

Among the floating population, 14.19 percent are day labourers, 10.18 percent do not work, and 9.33 percent are rickshaw/ van pullers.

The health and morbidity survey showed morbidity to have decreased and fever as the most prevalent disease.

Besides, it showed an increase in communicable diseases and the prevalence of high blood pressure, diabetes, asthma and heart diseases to be higher in urban areas compared to rural ones.

Buses and motorcycles were identified as the two main vehicles causing accidents and injuries, as reported by 17.12 percent and 11.66 percent of respondents respectively.

The reports will be available on the BBS website soon, said BBS Deputy Secretary and programme director Jafor Ahmad Khan.

রেজি-ডিএ ৮৪
৬২তম বর্ষ
১৮৫তম সংখ্যা
১৬ আষাঢ় ১৪২২
১২ রমজান ১৪৩৬ হিজরি
৩০ জুন ২০১৫

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়

দেশে বস্তিবাসী সাড়ে ২২ লাখ

বিবিএসের প্রতিবেদন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সারাদেশে বস্তির সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার ৯৪৩টি। এক্ষেত্রে সিটি করপোরেশনসমূহে প্রায় ৯১০৭টি বস্তি রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা সিটি করপোরেশনে এ সংখ্যা প্রায় ৩৩৯৯টি। সমগ্র দেশে বস্তিসমূহের খানার সংখ্যা প্রায় ৫ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬১টি এবং মোট বস্তিবাসী জনসংখ্যা প্রায় ২২ লাখ ৩২ হাজার ১১৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১১ লাখ ৪৩ হাজার ৯২৫ জন, মহিলা ১০ লাখ ৮৬ হাজার ৩৩৭ জন এবং হিজড়া ১ হাজার ৮৫২ জন। বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ এর ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ভবনে এ প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

এতে উল্লেখ করা হয়েছে, বস্তিতে আসার কারণ হিসেবে ৫১ শতাংশ এসেছে কাজের সন্ধানে। দারিদ্র্যের কারণে এসেছে ২৯%, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ১%, ডিভোর্স ১%, নিরাপত্তাহীনতা ২% খানার বস্তিতে আসার কারণ বলে শুমারিতে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়। বস্তিসমূহের সাক্ষরতার হার (৭+ বছর) ৩৩.২৬%। বরিশাল বিভাগে এর হার প্রায় ৪৯.০১% এবং ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৩০.১৩% যা এ শুমারির জাতীয় হারের চেয়ে প্রায় ৩% কম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা, সভাপতিত্ব করেন বিবিএস মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, স্বাগত বক্তব্য দেন বিবিএস উপ-মহাপরিচালক মো. বাইতুল আমীন ভূঁইয়া বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ এর ফলাফলের উপর উপস্থাপনা করেন কর্মসূচি পরিচালক জাফর আহাম্মদ খান।

এ সময় জানানো হয়, ইতোপূর্বে ১৯৮৫ সালে ঢাকা শহরে প্রথমবারের মতো বস্তিশুমারি অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৬ চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাকে বস্তিশুমারি আওতায় আনা হয়। অত: পর ১৯৯৭ সালে পূর্ণাঙ্গ বস্তিশুমারি করা হয়।

এবারের শুমারিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বস্তিসমূহে বাসস্থানের ধরন বা কাঠামোর মধ্যে কাঁচা বা টিন দিয়ে বাসস্থান রয়েছে প্রায় ৬৩%, আধাপাকা প্রায় ২৬%, ঝুঁপড়ি ৬%, পাকা ৪% এবং অন্যান্য ১%। এসব বাসস্থানের খাবার পানির প্রধান উৎস নলকূপ (৫০%) ও ট্যাপ (৪৫%) এবং স্যানিটারি (ওয়াটার সিলযুক্ত) পায়খানা রয়েছে প্রায় ২৬% খানায়, পিট পায়খানা সুবিধা রয়েছে ৪২% খানায় ও টিনের পায়খানা সুবিধা ২১% খানায়। এ শুমারির মাধ্যমে বস্তির খানার সংখ্যা এবং লিঙ্গ ও বয়সভেদে বস্তিতে বসবাসরত লোকসংখ্যা নিরূপণ, বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর তথ্য সংগ্রহ, বস্তিতে আগমনের কারণ ও কোন জেলা থেকে কতলোক বস্তিতে এসেছে তা নিরূপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পাঁচ বা ততোধিক গুচ্ছখানা যা অনিয়মিতভাবে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সরকারি, আধা-সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন খালি জমিতে গড়ে উঠে আবাসকে বস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধানত খুব নিম্নমানের ও ছোট ছোট ঘর-বাড়ি যেমন-ঝুপড়ি, টং, ছই, টিনের ঘর, আধা-পাকা ভবন, জরাজীর্ণ দালান ইত্যাদিতে বস্তিবাসী বসবাস করে থাকে। বস্তির ঘর-বাড়ি সাধারণত খুব নিম্নমানের এবং সস্তা নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হয়। বস্তিসমূহের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুব নিম্নমানের হয়ে থাকে এবং বস্তিবাসীগণ সাধারণত অপ্রাতিষ্ঠানিক অকৃষি কাজে নিয়োজিত থাকে। অন্যদিকে যাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান ঘর নেই তাদের ভাসমান বা ছিন্নমূল হিসেবে গণনা করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, বস্তিসমূহে ৮৯.৬৫% খানায় আলোর প্রধান উৎস হিসেবে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ৯.৭০% খানায় কেরোসিন, ০.৩৩% খানায় সৌরবিদ্যুৎ আলোর প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের বস্তিসমূহের ৩৪.৫৫% খানায় রান্নার প্রধান জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও ৩.২৩% খানায় কেরোসিন, ১.৩৪% খানায় বিদ্যুৎ ৪৭.৮৭% খানায় কাঠ বা বাঁশ, ১১.০৪% খানায় খড়, পাতা, কাগজ এবং ১.৯৫% খানায় অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। এ শুমারি ফলাফলে আরো দেখা যায় যে, প্রায় ৮৪% বস্তি খানার কোন কৃষি জমি নেই। বাকী প্রায় ১৫% খানার সামান্য কৃষি জমি আছে।

বস্তিতে প্রায় ৮৪% খানায় মোবাইল ফোন রয়েছে। ৫.৬৮% খানায় রিক্সা বা ভ্যান, ৪৭.৬৭% খানায় টেলিভিশন, ২.৫৮% খানায় রেডিও রয়েছে। ১৬.৮০% খানায় আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে রিক্সা বা ভ্যান চালনা, ১৪.৩৫% গার্মেন্টকর্মী, ৬.৯৪% পরিবহন শ্রমিক, ৮.৩৮% নির্মাণ শ্রমিক, ২.৮২% হোটেল শ্রমিক, ১৫.৭১% ব্যবসা, ১৪.৩৩% সেবা খাত বলে উল্লেখ করেন।

বস্তির ৮৬.৬৩% খানা কোন প্রকার সরকারি বা বসরকারিভাবে সাহায্য বা অনুদান পায়নি। অবশিষ্ট ১৩.৩৭% খানা কোন না কোন প্রকারে সাহায্য বা অনুদান পেয়েছে।

সমগ্র দেশে মোট ১৬,৬২১ জন ভাসমান লোক পাওয়া গিয়েছে যাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান নেই। এ সংখ্যা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসমূহে (উত্তর ও দক্ষিণ) সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ প্রায় ৭,২৪৭ জন।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন

দৈনিক জনকণ্ঠ

The Daily Janakantha

নগর সংস্করণ

ঢাকা মঙ্গলবার
১৬ আষাঢ় ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১২ রমজান ১৪৩৬ হিজরী
৩০ জুন ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১২৭
পৃষ্ঠা ২০ ॥ মূল্য ১০ টাকা
www.dailyjanakantha.com
www.edailyjanakantha.com
www.ejanakantha.info

২০১৪ বস্তি শুমারির ফল

বেড়েই চলেছে বস্তি

★ দারিদ্র্য, কাজের সন্ধান, নদী ভাঙ্গন, ডিভোর্স ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে বস্তিতে আসে

★ ৮৪ ভাগ বস্তিবাসী মোবাইল ব্যবহার করে, ৫৮ ভাগ টেলিভিশন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশে বস্তির সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৯৭ সালে মোট ২ হাজার ৯৯১টি বস্তি থাকলেও সেটি বেড়ে গিয়ে ২০১৪ সালে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৯৯৪টিতে। বর্তমানে এসব বস্তিতে বাস করছে ২২ লাখ ৩২ হাজার ১১৪ জন মানুষ। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১১ লাখ ৪৩ হাজার ৯২৫ জন এবং মহিলা ১০ লাখ ৮৬ হাজার ৩৩৭ জন। মূলত পাঁচটি কারণে গ্রাম ছেড়ে বস্তিতে আসছে মানুষ। এগুলো হচ্ছে দারিদ্র্য, কাজের সন্ধান, নদী ভাঙ্গন, ডিভোর্স এবং নিরাপত্তাহীনতা। অন্যদিকে দেশে ঠিকানাবিহীন (ভাসমান) মানুষ রয়েছে ১৬ হাজার ৬২১ জন। যাদের কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে এ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দুটি সিটি কর্পোরেশনে ভাসমান লোক রয়েছে ৭ হাজার ২৪৭ জন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোক গণনা ২০১৪ জরিপের ফলাফলে এসব চিত্র উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিসংখ্যানের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে দেশের আর্থ-সামাজিক খাতের নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক মান ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ পরিচালনা করে আসছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোক গণনা করা

(২ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

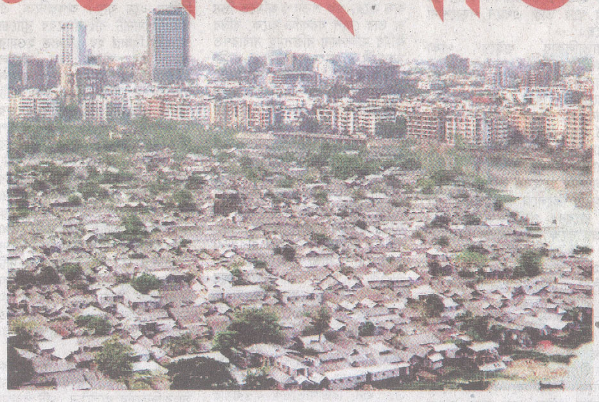

বেড়েই চলেছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়ন, নগর দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিরূপণে এ শুমারিটি বিশেষ গুরুত্ব রাখবে।

সোমবার বিকেলে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা। সভাপতিত্ব করেন পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ। মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কর্মসূচী পরিচালক জাফর আহাম্মদ খান।

প্রতিবেদনে বস্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি এবং ঘরবাড়ির সংখ্যাধিক্য থাকে এবং একটি কক্ষে অধিক লোক বাস করে, এক শতাংশ জমিতে তিন বা তার বেশি ঘরবাড়ি থাকে, বস্তির জমির মালিকানা বস্তিসমূহ সাধারণত সরকারী, আধা-সরকারী, ব্যক্তি মালিকানাধীন খালি জমিতে, পরিত্যক্ত বাড়ি বা ভবনে, পাহাড়ের ঢাল বা সড়ক বা রেললাইনের ধারে গড়ে ওঠে, পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা : বস্তিসমূহে সাধারণত অপর্যাপ্ত বা অপরিষ্কার পানি সরবরাহ, অপ্রতুল, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা (একটি টয়লেট ১৫ বাসার বেশি লোক ব্যবহার করে) ও সর্বোপরি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করে, বস্তিসমূহের রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ও চলাচলের রাস্তা অপর্যাপ্ত বা একেবারেই থাকে না, বস্তিসমূহের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুব নিম্নমানের হয়ে থাকে এবং বস্তিবাসীরা সাধারণত অপ্রাতিষ্ঠানিক অকৃষি কাজে নিয়োজিত থাকে।

প্রতিবেদনের ফলাফলে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১০ লাখ ৬২ হাজার ২৮৪ জন, বিভাগভিত্তিক বস্তিবাসীর সংখ্যা হচ্ছে বরিশালে ৪৯ হাজার ৪০১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯১৬ জন, খুলনা বিভাগে ১ লাখ ৭২ হাজার ২১৯ জন, রাজশাহী বিভাগে ১ লাখ ২০ হাজার ৩৬ জন, রংপুর বিভাগে ১ লাখ ১৮ হাজার ৬২৮ জন এবং সিলেট বিভাগে ৯১ হাজার ৬৩০ জন।

এলাকাভিত্তিক বস্তির সংখ্যা হচ্ছে বরিশালে ১৩৭টি, চট্টগ্রামে ২ হাজার ২০৮টি, কুমিল্লায় ৪১টি, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ মিলে ৩ হাজার ৩৯৯টি, গাজীপুর ১ হাজার ২৮৭টি, খুলনায় ১ হাজার ১৪৩টি, রাজশাহী ১০৩টি, রংপুর ৪৯টি এবং সিলেটে ৬৬৭টি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বস্তিতে আসার কারণ হিসেবে অর্ধ শতাধিক পরিবার বলেছে কাজের সন্ধানে তারা বস্তিতে এসেছে। ২৯ শতাংশ পরিবার বলেছে তারা দারিদ্র্যের কারণে শহরে এসেছে, এক শতাংশ পরিবার বলেছে তারা নদীভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নিঃস্ব হয়ে বস্তিতে বাস করছে। এক শতাংশ মহিলা বলেছে সে ডির্ভোস হয়ে যাওয়ায় অসহায় হয়ে পরে এবং শেষে বস্তিতে বসবাস করছে। দুই শতাংশ পরিবার বলেছে তারা নিরাপত্তাহীনতার কারণে ভিটেমাটি ও গ্রাম ছেড়েছে, এখন বস্তিতে বসবাস করছে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, বস্তিতেও লেগেছে ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া। বস্তির প্রায় ৮৪ শতাংশ খানায় (পরিবারে) মোবাইল ফোন রয়েছে, ৪৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ পরিবারে রয়েছে টেলিভিশন, ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ পরিবারে রয়েছে রেডিও। বস্তিতে বসবাসকারী ১৬ দশমিক ৮০ শতাংশ পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে রিক্সা বা ভ্যান চালনা, ৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ পরিবার রিক্সা বা ভ্যান রয়েছে, ১৪ দশমিক ৩৫ শতাংশ মানুষ গার্মেন্টসকর্মী, ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ পরিবহন শ্রমিক, ৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ নির্মাণ শ্রমিক, ২ দশমিক ৮২ শতাংশ হোটেল শ্রমিক, ১৫ দশমিক ৭১ শতাংশ ব্যবসা এবং ১৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ সেবাখাতে কাজ করে।

জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট নগর বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সরকারের তাবত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল দর্শন হচ্ছে দারিদ্র্যবিমোচন। এ লক্ষ্যেই স্বাধীনতার পর থেকে সকল সরকারই তার যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু সরকারের এসব দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রমের সঙ্গে বস্তি উচ্ছেদ চরম সাংঘর্ষিক। সরকার একদিকে দরিদ্র জনগণকে শহরে-নগরে আসার সুযোগ দিচ্ছে, শ্রম নিচ্ছে, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো নাগরিক জীবনযাপনের সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নগরে গড়ে তুলতে সহায়তা দিচ্ছে, বাজেটে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করছে অথচ সেখানে দরিদ্রদের বসবাসের কোন ব্যবস্থা করছে না। ফলে দরিদ্ররা বাধ্য হয়ে অস্থায়ী বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছে। এটা সরকারের চরম বিপরীতমুখী নীতি। আবার কিছুদিন পরপর ওইসব বস্তি ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের দারিদ্র্য নিরসন প্রক্রিয়ায় দুই ধাপ উপরে উঠে তিন ধাপ নিচে পড়ে যাচ্ছে এবং দেশে দরিদ্ররা কেবল দরিদ্রই থেকে যাচ্ছে। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে না এবং অর্জিত সম্পদ রাতারাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শুধু দরিদ্র মানুষের একটু নিশ্চিত ও নিরাপদ আবাসনের অভাবে সরকারের দারিদ্র্য নিরসনসংক্রান্ত সকল বিনিয়োগ বিফলে যাচ্ছে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বস্তিতে বসবাসকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ বিদ্যুত ব্যবহার করছে। এ হার ৮৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ। কেরোসিন তেল ব্যবহার করে ৯ দশমিক ৭০ শতাংশ মানুষ।

www.kalerkantho.com
ঢাকা। ৩০ জুন ২০১৫। ১৬ আষাঢ় ১৪২২।
১২ রমজান ১৪৩৬। বর্ষ ৬। সংখ্যা ১৬৯
কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার

১৭ বছরে বস্তিবাসী বেড়েছে ৮ লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ বলছে, গত ১৭ বছরে দেশে বস্তিতে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা আট লাখ বেড়েছে। বস্তিতে বসবাস করলেও গ্যাস, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে ভাসমান ও ছিন্নমূল সাধারণ মানুষ। সুপেয় পানি ও পয়োনিষ্কাশনের মতো বিষয়েও বস্তিতে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষের সচেতনতা বেড়েছে। তবে যেসব বেসরকারি সংস্থা বস্তির মানুষ নিয়ে কাজ করছে বলে বিভিন্ন দেশ থেকে অনুদান নিয়ে আসছে, বেশির ভাগ বস্তির মানুষ সে অনুদানের অর্থ পায় না।

ভাসমান ও ছিন্নমূল বস্তিবাসীদের নিয়ে করা বিবিএসের জরিপের ফল গতকাল সোমবার আগারগাঁওয়ে পরিসংখ্যান ভবন মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। গত বছর ২৪ এপ্রিল রাত ১২টা থেকে দেশব্যাপী একসঙ্গে 'বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪'-এর কাজ শুরু করে বিবিএস। গত ২ মে পর্যন্ত জরিপ চালানো হয়।

বিবিএস বলছে, দেশে এখন বস্তি আছে ১৩ হাজার ৯৪৩টি। এসব বস্তিতে খানা বা পরিবারের সংখ্যা পাঁচ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬১টি। এসব খানাতে বসবাস করে ২২ লাখ ৩২ হাজার ১১৪ জন মানুষ। এর মধ্যে পুরুষ ১১ লাখ ৪৩ হাজার ৯২৫ জন। ১০ লাখ ৮৬ হাজার ৩৩৭ নারী। বাকি এক হাজার ৮৫২ জন হিজড়া। বস্তির ৯০ শতাংশ খানায় আলোর প্রধান উৎস হিসেবে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকি ১০ শতাংশ খানায় কেরোসিনের আলো কিংবা সৌরবিদ্যুতের আলো প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্যাস সংযোগ আছে বস্তির ৩৫ শতাংশ খানায়, ৪৮ শতাংশ খানায় এখনো জ্বালানি হিসেবে কাঠ ও বাঁশ ব্যবহার করা হয়।

বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের কাছে বিবিএসের প্রশ্ন ছিল, সরকারি বা বেসরকারি কোনো সাহায্য বা অনুদান পান কি না? এতে ৮৭ শতাংশ খানার জবাব, তারা সরকারি বা বেসরকারি কোনো সাহায্য বা অনুদান পায়নি।

বস্তিতে আসার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে ৫১ শতাংশ খানার জবাব ছিল কাজের সন্ধানে আসা। ২৯ শতাংশ বলেছে, দারিদ্র্যের কারণে। ২ শতাংশ বলেছে নিরাপত্তাহীনতা। প্রায় ছয় লাখ খানার মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ খানায় ডিভোর্সের ঘটনা ঘটেছে। বস্তিতে ভাসমান ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর ৮৪ শতাংশ বলেছে, তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। ৪৮ শতাংশ খানায় টেলিভিশন ব্যবহার করা হচ্ছে। বস্তিতে যারা বসবাস করে, তাদের মধ্যে ১৭ শতাংশ খানার প্রধান আয়ের উৎস রিকশা বা ভ্যান। ১৫ শতাংশ পোশাককর্মী, ৭ শতাংশ পরিবহন শ্রমিক। হোটেল শ্রমিক ১৬ শতাংশ। ১৫ শতাংশ সেবা খাতে কাজ করে।

> **বিবিএসের জরিপ**
>
> ৯০ শতাংশ ঘরে বিদ্যুৎ, ৩৫ শতাংশে গ্যাস, ৪৮ শতাংশ ঘরে টেলিভিশন
>
> বেশির ভাগ বস্তিবাসী সরকারি-বেসরকারি কোনো সাহায্য বা অনুদান পায় না

বস্তিগুলোতে সাক্ষরতার হার (সাত+ বছর) ৩৩.২৬ শতাংশ। বরিশাল বিভাগে এ হার ৪৯.০১ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম ঢাকা বিভাগে, ৩০.১৩ শতাংশ। বস্তিতে বাসস্থানের ক্ষেত্রে কাঁচা ও টিন আছে ৬৩ শতাংশ খানায়। ২৬ শতাংশ খানা আধাপাকা। ঝুপড়িতে বসবাস করে ৬ শতাংশ। ৫০ শতাংশ খানায় খাবার পানির প্রধান উৎস নলকূপ। পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা আছে ২৬ শতাংশ খানায়। পিট পায়খানা সুবিধা রয়েছে ৪২ শতাংশ খানায়।

১৭ বছর আগে ১৯৯৭ সালে বিবিএসের করা জরিপে দেশে বস্তির সংখ্যা ছিল দুই হাজার ৯৯১টি। নতুন শুমারি অনুযায়ী দেশের সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর ও অন্যান্য শহরাঞ্চলে বস্তির সংখ্যা বেড়েছে ৩৬৬ শতাংশ। ১৯৯৭ সালে দেশে বস্তিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৩ লাখ ৯১ হাজার ৪৫৮ জন। সে হিসাবে গত দেড় দশকে বস্তিতে বসবাসকারীর সংখ্যা বেড়েছে ৬০ শতাংশ। আর সংখ্যায় বেড়েছে আট লাখ ৪০ হাজার ৬৫৬ জন। এ সময়ে বস্তির সংখ্যা বেড়েছে ১০ হাজার ৯৫২টি।

জরিপের ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা। অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) আবদুল ওয়াজেদ, বাইতুল আমীন ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন। বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনার ফলাফল উপস্থাপনা করেন কর্মসূচি পরিচালক জাফর আহাম্মদ খান (উপসচিব)।

গতকাল হেলথ অ্যান্ড মরবিডিটি স্ট্যাটার্স সার্ভে ২০১৪-এর আলাদা একটি জরিপের ফল প্রকাশ করে বিবিএস। জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৮৩.২৩ শতাংশ জনগণ নলকূপ বা গভীর নলকূপ খাবারের পানি হিসেবে ব্যবহার করে। ৭৪.১০ শতাংশ মায়েরা টিকাদান সম্পর্কে জানে। ধূমপান করে ২৯.৫৮ শতাংশ মানুষ।

NEWAGE
The outspoken daily ■ www.newagebd.net ■ Dhaka, Tuesday, June 30, 2015, Asharh 16, 1422 BS ■ Re

Slums increase four times in 17yrs

Number of slum dwellers doubles

Khadimul Islam

THE number of slums increased by over four times across the country in last 17 years as poverty forced more rural people to migrate to the cities in search of livelihood.

The number of slums across the country increased to 13,943 from 2,991 in 1997, show the latest slum census report of Bangladesh Bureau of Statistics published Monday.

During the same period, the number of slum dwellers doubled to 22,32,114 from 13,91,458,said the census report.

Slum dwellers constitute 6.33 per cent of the country's urban population.

The number of slums in Dhaka South City and Dhaka North City rose to 3,399 from 1,579 in 1997, shows the census report.

Losing their crop land and homesteads due to erosion by rivers and natural disasters the rural people *Continued on page 2 Col. 1*

Slums increased

Continued from page 1
were forced to migrate to urban areas, said the report.

The census report says that 87.07 per cent of the country's slum dwellers have no land to till and took shelter in the slums.

The census conducted in April last years identified six major reasons behind rural people migrating to cities and taking shelter in slums.

Around 50.96 per cent of them came to the slums in search of work, 28.76 per cent due to poverty, 7.04 per cent due to river erosion, 2.15 per cent due to insecurity or were driven out of their villages and 0.84 per cent due to natural calamities.

Another around 9.41 per cent migrated to the urban slums due to unspecified reasons, said the census report.

The census report also identified divorce and separation as a major factor behind many women migrating to urban centres and ending up in slums.

According to the census report around 79.36 per cent of the slum dwellers including 10-year olds were engaged in gainful economic activities.

An estimated 16.33 per cent of the slum dwellers were found pulling rickshaws and rickshaw-vans, the biggest source of livelihood for the poverty driven migrants, said the report.

It identified business as the second biggest livelihood provider drawing 15.71 per cent of the slum dwellers and garment factories employed 14.35 per cent of them.

According to the report 14.33 per cent of the slum dwellers earlier their living as domestic workers, 8.38 per cent as construction workers, 8.27 per cent as day labourers and another 8.38 per cent as transport workers.

The 2014 census report says that 86.63 per cent of the slum dwellers received no help or relief from the government.

They suffer without adequate drinking water supplies, it said.

Around 52.48 per cent of the slum dwellers have to collect drinking water from tube- wells, 45.21 per cent from tap water, 0.53 per cent from earthen wells and 0.16 per cent from ponds, said the report.

It said, 9,107 slums are in 11 city corporation areas.

BBS conducted the census between April 25 to May 2, 2014 in areas covered by city corporations, municipalities and other urban areas.

Billed as Bosti Shumari o Bhashoman Lok Gonona 2014, BBS found only 16,621 floating people, down from 32,081 in 1997.

The count of the floating population took place on what BSS called the Census Night from the midnight of April 24, 2014 to 6 AM of Aril 25 2014.

The census found 6,489 slums in Dhaka division, constituting 46.54 per cent of the country's slums, followed by 23.71 per cent in Chittagong division.

It found the lowest number of slums in Barisal division at 205.

Around 68.87 of slum dwellers have to pay monthly rentals.

Around 42.19 per cent of the slum dwellers use pits, 26.25 per cent use sanitary latrines, 21.10 per cent use in-built latrines and 8.63 per cent use hung latrine.